স্থানচ্যুতির লিঙ্গীয় বৈচিত্র্য

ফারহানা সুলতানা

ভূমিকা

স্থানচ্যুতি অধ্যয়নের প্রথাগত সাহিত্যে লিঙ্গকে নারী কিংবা পুরুষ এই দুই ভাগে ভাগ করে কেবল নারীর অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়। প্রায়শই মনে করা হয়, যদি নারী এবং কিশোরীদের নাজুকতার স্বতন্ত্র ধরনকে বোঝা যায়, তাহলে স্থানচ্যুতির ক্ষেত্রে লিঙ্গ একটি নির্ধারণবাদী ফ্যাক্টর হতে পারে। কিংবা স্থানচ্যুতির লিঙ্গীয় প্রেক্ষাপট নারীর স্থানচ্যুতিকে ভিন্ন মাত্রা দিতে পারে। যেমন বসনিয়া হারজেগোভিনার ক্ষেত্রে দেখা যায়, নারীদের গণহারে ধর্ষণ করা হয়। এই ধর্ষণের কারণ কেবল নারীদের স্থানচ্যুত করাই নয় বরং নারী-পুরুষভেদে পুরো এথনিক সম্প্রদায়কে উচ্ছেদ করা। এখানে নারীকে আক্রমণের লক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করার কারণে মূলত ভিক্টিম সম্প্রদায় তাদের নারীদের ইজ্জত রক্ষার্থে স্থানচ্যুত হতে বাধ্য হয় (ইউএনএইচসিআর, ২০০৩)। কোনো সন্দেহ নেই যে, স্থানচ্যুতির পরে পুনর্বাসিত হবার পরও নারী অধস্তনতার অভিজ্ঞতা লাভ করে। অনেক সময়ই দেখা যায়, ফিরে আসার পর নারী তার সম্পদের ওপর দখল পায় না। এগুলো নারীর ওপর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব তৈরি করে। যেমন বুরুন্ডিতে স্থানচ্যুত নারীরা নিজ স্থানে ফিরে আসার পর তার বাবা কিংবা স্বামীর সম্পদের উত্তরাধিকারি হয় না; আবার মুজাম্বিকের আইনিপ্রক্রিয়া নারীর ভূমি অধিকারের পরিসরকে সীমিত করে। এই সমস্যাগুলো কেবল নারীর অধিকারের বিষয়কেই অনিশ্চিত করে না, বরং স্থানচ্যুত নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থাকেও প্রভাবিত করে। আবার পুরুষের তুলনায় নারীর কর্মক্ষেত্রের পরিসর এবং মজুরি যেহেতু কম, তাই স্থানচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে নারীর কর্মক্ষেত্র হারানো তাকে ভিন্ন ধরনের প্রান্তিকতার শিকারে পরিণত করে।

কিন্তু এহেন আলোচনা দ্বারা স্থানচ্যুতির লিঙ্গীয় ধরনের কথা বলা হলেও তা কেবল নারীর একক অভিজ্ঞতা দ্বারা সীমাবদ্ধ করে ফেলা হয়। লিঙ্গ কোনোভাবেই কেবল নারী বা কেবল পুরুষকেন্দ্রিক কোনো বিষয় নয় বরং এটি উভয়ের সম্মিলিত অভিজ্ঞতা দ্বারা তৈরি একটি ক্ষেত্র। স্থানচ্যুতি নারী ও পুরুষ, এমনকি শিশু বা বৃদ্ধদেরও ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। স্থানচ্যুতি গৃহস্থালির কাঠামোকে পরিবর্তিত করতে পারে, এমনকি নারী-পুরুষের বিদ্যমান লিঙ্গীয় ভূমিকাতেও পরিবর্তন আনতে পারে। অন্যদিকে কিশোর এবং বয়স্করা এসময় পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তারা হয় ভূমির ওপর দখল রাখার জন্য[১] ওই স্থানে থেকে যায় বা কাজের সন্ধানে অন্যত্র অভিবাসিত হতে বাধ্য হয়। এসময় তাদের হারিয়ে বা মরে যাওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। এছাড়া অধিকাংশ পরিবারের ক্ষেত্রে স্থানচ্যুত অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তালাকের ঘটনা ঘটে।

আবার একইভাবে স্থানচ্যুতির লিঙ্গীয় পাটাতন নিয়ে কথা বলতে গেলে এতে পুরুষ পক্ষপাতিত্বের বিষয়টিও সামনে চলে আসে। যেমন বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন স্থানের স্থানচ্যুতদের সমস্যা সমাধানে যে নীতি গ্রহণ করা হয়, তাতে পুরুষের অংশগ্রহণই বেশি থাকে। নারীর অংশগ্রহণ কম থাকার ফলে নীতিমালায় নারীর কণ্ঠস্বর উঠে আসে না, ফলে পরিকল্পনাগুলো পুরুষকেন্দ্রিক সমস্যাকে নিয়ে আবর্তিত হয়। বস্তুগত সহায়তা গ্রহণের ক্ষেত্রেও লিঙ্গীয় বিভাজন নারীকে কম সুবিধাভোগী শ্রেণিতে পরিণত করে। এমনকি সহায়তা গ্রহণের জন্য নারীকে এসময় অনিচ্ছাকৃত যৌনসম্পর্কে যেতে হয়। এই যৌনসম্পর্ক স্থাপন কেবল খাদ্য, আশ্রয় বা কোনো বস্তুগত সম্পদের জন্যই নয়, বরং এর মাধ্যমে সে শারীরিক নিরাপত্তারও নিশ্চয়তা পায়। এসময় নারীপ্রধান গৃহস্থালির সংখ্যা বেড়ে যায়, নারীরা তাদের পরিবারের সমস্ত দায়দায়িত্ব গ্রহণ করে। এই নারীরা একইসাথে মনস্তাত্ত্বিক ও শারীরিক জটিলতার সম্মুখীন হয় এবং

[১] আমার গবেষিত জনগোষ্ঠী যেহেতু বস্তিবাসী ছিল, তাই তাদের ক্ষেত্রে ভূমির ওপর দখল রাখার বিষয়টি ভিন্ন মাত্রা তৈরি করে। নগরের বৈধ বা অবৈধ উভয় ধরনের বস্তিতেই মালিক-ভাড়াটিয়া উভয় ধরনের বসবাসকারী দেখা যায়। কিন্তু বস্তিতে নিজস্ব স্থানের অধিকার রক্ষার জন্য ঘরের মালিক যেমন আগ্রহী থাকেন, তেমনি ভাড়াটিয়াও ওই একই বস্তির পরিচিত গণ্ডির মধ্যে বসবাসের জন্য উদগ্রীব থাকেন। আমার গবেষিত বস্তিবাসীদের মধ্যে দেখতে পাই, তারা স্থানচ্যুতির ফলে নিজেদের টিকিয়ে রাখবার চেষ্টায় বিভিন্ন স্থানে অভিবাসন ঘটালেও ওই বস্তিতেই ফিরে আসার তাগিদ অনুভব করে।

যৌনবাহিত রোগে আক্রান্ত হয়। স্থানচ্যুতির ফলে 'পরিচিতি হারানো' নারীকে অন্যরকম নাজুক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া, স্বামী সন্তান থেকে বিচ্যুতি তাকে নতুন সংকটে ফেলে দেয়। এই বিষয়গুলো কোনোভাবেই আড়াল করার মতো কোনোকিছু নয়। অবশ্যই নারীরাই এক্ষেত্রে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হয়। তাই খতিয়ে দেখবার বিষয় হলো স্থানচ্যুতির মতো সমস্যাগুলোতে নারী বা পুরুষের ওপর এর প্রভাব ও তাদের লড়াইয়ের মিলিত ক্ষেত্র; যা লিঙ্গীয় বৈচিত্র্যকে হাজির করে।

প্রেক্ষাপট

এই গবেষণাকর্মটি লেখকের এমএসএস থিসিসের অংশ, যেখানে স্থানচ্যুতির অন্যতম বর্গ বা বিষয় জোরপূর্বক উচ্ছেদের ফলে সংঘটিত স্থানচ্যুতি ও এর লিঙ্গীয় ধরনকে বুঝতে চাওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে স্থানচ্যুতি ও বারংবার উচ্ছেদের শিকার ঢাকা শহরের মোহাম্মদপুর এলাকার বেড়িবাঁধ বস্তিকে বেছে নেয়া হয়েছে। জোরপূর্বক উচ্ছেদ বা স্থানচ্যুতির ক্ষেত্রে প্রায়শই কোনো-না-কোনো আধিপত্যশীল গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা থাকে এবং বস্তি উচ্ছেদের ক্ষেত্রে এই ভূমিকা হয় বলপূর্বক এবং অনেক বেশি প্রকাশ্য। দেখা যায়, বস্তি উচ্ছেদের ক্ষেত্রে মূলত রাষ্ট্র বা দেশের সরকারই এই আধিপত্যশীল গোষ্ঠীর ভূমিকা পালন করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উচ্ছেদকৃত স্থানচ্যুতদের মানবাধিকার ও পুনর্বাসনের বিষয়টি গৌণ হয়ে পড়ে। হুমকির মুখে পড়ে তাদের আগামী জীবন। এরই চরম শিকার হিসেবে বেড়িবাঁধ বস্তি ও বস্তিবাসীরা গত বিশ বছরে চারবার উচ্ছেদের সম্মুখীন হয়, ফলে বস্তিবাসীদের অভিজ্ঞতায় স্থানচ্যুতি তাদের যাপিত জীবনের আনুষঙ্গিক একটি বিষয়ে পরিণত হয়েছে। স্থানচ্যুতির এমনই নাজুক একটি বিষয় হলো এর লিঙ্গীয় পাটাতন। আলোচ্য অধ্যায়ের প্রথম অংশে স্থানচ্যুতির লিঙ্গীয় বৈচিত্র্যকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে নারী ও পুরুষের স্থানচ্যুতির ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা ও প্রভাবকে ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে আলোচনার দ্বিতীয় অংশে এহেন প্রভাবসমূহ মোকাবেলার বিভিন্ন ধরনকে পরিষ্কার করা হয়েছে এবং শেষ অংশে স্থানচ্যুতির ফলে নারী ও পুরুষের আন্তঃলিঙ্গীয় সম্পর্কের যে পরিবর্তন ঘটে, তা কীভাবে নারীকে স্থানচ্যুতিকালে তার পরিবারে প্রাধান্য এনে দেয় তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

স্থানচ্যুতি ও স্থানচ্যুতির লিঙ্গীয় প্রভাব

স্থানচ্যুতির লিঙ্গীয় ধরনকে বোঝার জন্য স্থানচ্যুতি ও লিঙ্গ কী সে সম্পর্কে পরিষ্কার হওয়া দরকার। Displacement-এর শাব্দিক অর্থ হলো স্থানচ্যুতি; যার কারণে মানুষজন তার নিজের পরিচিত বাসস্থান ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। সাধারণ অর্থে এই স্থানচ্যুতি বলতে বোঝান হয়, মানুষের স্থানীয় সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্নতা, যা দৈহিক বাস্তুচ্যুতির মাধ্যমে ঘটতে পারে। যেমন উদ্বাস্তু, অভিবাসী, উচ্ছেদকৃত ইত্যাদি (Bammer, A. 1994)। Bammer-এর মতে, স্থানচ্যুতি একই সাথে খণ্ডন বা বিচ্যুতির দ্বৈত অবস্থান। অর্থাৎ এটি এমন একটি মধ্যবর্তী অবস্থা, যা একই সাথে কয়েকটি স্থানের সাথে যুক্ত থাকার অবস্থা এবং একটি স্থানের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টাকে প্রতিফলিত করে। এছাড়াও তিনি তাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যারা পুরোপুরিভাবে বিচ্যুত না হলেও বহিরাগত ও অন্তর্গত আধিপত্যের কারণে স্থানচ্যুত হয়েছে, এক্ষেত্রে যেমন অন্তর্গত আধিপত্যের কারণে উচ্ছেদকৃত বস্তিবাসীদের কথা উল্লেখ করা যায়। ফলে দেখা যায়, স্থানচ্যুতির কারণে মানুষজন তাদের প্রতিদিনকার চর্চা, পরিচিত পরিবেশ, বস্তুগত সম্পদ ইত্যাদি থেকে বিচ্যুত হয়, পাশাপাশি এটি একই সাথে শারীরিক-মানসিক যন্ত্রণা এবং প্রান্তিকতার অভিজ্ঞতা তৈরি করে, যার কারণে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়। যদিও ইতিবাচক অর্থে অনেকে মনে করেন, বাস্তুচ্যুতি বা স্থানচ্যুতি হলো পরিবর্তন এবং সম্ভাবনা তৈরির প্রক্রিয়া (Bran, 2003)। যেমন অনেকে ভাগ্য অন্বেষণ, পড়াশোনা বা অন্য অনেক কারণে স্থানচ্যুত হয়, যা তাদের ভবিষ্যতের জন্য সহায়কও হয়।

স্থানচ্যুতির ফলে লিঙ্গভেদে নারী ও পুরুষকে নানা ধরনের নাজুক পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে যেতে হয়। কিন্তু বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, স্থানচ্যুত মানুষজনের মধ্যে নারী ও পুরুষভেদে নাজুকতার ধরন এক নয়। যেমন Mehta (2000) ভারতের বিতর্কিত নর্মদা বাঁধ প্রকল্পের প্রেক্ষিতে পদ্ধতিগত উপায়ে স্থানচ্যুতি, পুনর্বাসন ও প্রতিরোধের লিঙ্গীয় বিশ্লেষণকে তুলে ধরেছেন। তিনি তর্ক করেন যে, গত দুই দশকে স্থানচ্যুতির দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব দেখতে গিয়ে বিভিন্ন গবেষণায় স্থানচ্যুত সব মানুষকে সমরূপী হিসেবে অধ্যয়ন করা হয়েছে। কিন্তু স্থানচ্যুত মানুষদের মধ্যে যে ভিন্নতা আছে, সেটাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয় নি। কেননা সম্পদের ধরন, মালিকানা ইত্যাদি নারী ও পুরুষকে আলাদাভাবে প্রভাবিত করে। আবার লিঙ্গীয় পক্ষপাতপূর্ণ আইন নারীর বিপক্ষে অবস্থান নেয়,

যেখানে পুরুষ নারীর তুলনায় অধিক সুবিধা লাভের সুযোগ পায়। স্থানচ্যুতির ফলে নারী-পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে প্রান্তিকতা ও নাজুকতার অভিজ্ঞতা লাভ করে। আর স্থানচ্যুতির এই লিঙ্গীয় ব্যঞ্জনা, লিঙ্গভেদে এর প্রভাব ভিন্ন ভিন্ন অনুধাবন তৈরি করে। অর্থাৎ নারীর ওপর স্থানচ্যুতির প্রভাব একরকম, পুরুষের কাছে আরেকরকম। যার ফলে আবার স্থানচ্যুতির সংকট মোকাবেলায়ও লিঙ্গীয় ভিন্নতা কাজ করে। এই ভিন্নতাই আবার স্থানচ্যুতির লিঙ্গীয় বৈচিত্র্যকে সামনে নিয়ে আসে।

নারীর ওপর স্থানচ্যুতির প্রভাব

অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, বিদ্যমান বিভিন্ন সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী আমার গবেষিত নারীদের মধ্যেও স্থানচ্যুতির অভিজ্ঞতা অনেক বেশি নাজুক। যেমন স্থানচ্যুতি নারীদের পর্দার বাইরে নিয়ে আসে বলে গবেষিত নারীরা মনে করেন। অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে নারীরা অবকাঠামোগত সমস্যার কথা উল্লেখ করেন। বস্তি উচ্ছেদের পূর্বে বস্তির যে অবকাঠামো ছিল, তাতে নারীরা স্বচ্ছন্দে বসবাস করতে পারতেন। কিন্তু স্থানচ্যুতি তাদের হোমলেস[২] করার পাশাপাশি দৈনন্দিন সুযোগসুবিধা বা মৌলিক অধিকার থেকেও বিচ্যুত করেছে। এবং এর দ্বারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছে নারীরা। স্যানিটেশনের কোনো ব্যবস্থা না পেয়ে নারীরা খোলা জায়গায় তাদের প্রাকৃতিক কাজ সেরেছে কিংবা বিকল্প হিসেবে সন্ধ্যা নামার অপেক্ষা করেছে। উচ্ছেদের ছয় মাস পর যখন আবার বস্তিতে বসতি স্থাপন শুরু হয়, তখনো বস্তির অবকাঠামোগত অবস্থার বেহাল দশা দেখা যায়। প্লাস্টিক কিংবা চটের বস্তা দিয়ে কোনোরকমে তৈরি করা পায়খানা ব্যবহার করা নারীদের জন্য বিব্রতকর পরিস্থিতি তৈরি করে।

অন্যদিকে পানির কোনো সুব্যবস্থা না থাকায় নারীরা মোহাম্মদপুর এলাকার নবোদয় হাউজিং কিংবা পার্শ্ববর্তী অন্য কারও বাড়িতে পানি আনতে যেতেন। আবার নারী, কিশোরী কিংবা শিশুরা মাসিক ৫০ টাকা হারেও কলস ভর্তি করে পানি কিনে নিয়ে আসেন সেসময়। নারীরা বলেন, তারা সকালে উঠে রান্না করে নিজের কাজে চলে যান (হয়ত বুয়া কিংবা মেসের রান্নার জন্য), আবার দুপুরে এসে তিন থেকে চার কলস পানি প্রায় ১ কি.মি পথ পাড়ি দিয়ে নিয়ে এসে নিজের রান্না সারেন। অন্যদিকে পুরো বস্তির একটিমাত্র টিউবওয়েল কেবল থালাবাসন ধোয়া এবং গোসলের জন্য ব্যবহৃত হতো। এই টিউবওয়েলটি একেবারে বেড়িবাঁধের রাস্তার পাশে। ফলে নারীরা গোসলের জন্য এটি ব্যবহার করতেও বিব্রত বোধ করেন। এজন্য নারীরা টিউবওয়েল থেকে পানি সংগ্রহ করে নিজের ঘরের সামনে, একরকম খোলা আড়ালে[৩] কোনোভাবে গোসল সারেন। কেউ কেউ আবার যে বাসায় বা মেসে কাজ করেন সেখানে গোসল করে নেন। উচ্ছেদ পরবর্তী বস্তির এহেন বাস্তবতা নারীর জন্য যতটা প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে, পুরুষের ক্ষেত্রে ততটা দেখা যায় না। আর তাই বলা যায়, উচ্ছেদ ও স্থানচ্যুতি নারীদের নাজুক পরিস্থিতির শিকারে পরিণত করে।

নারীর ওপর স্থানচ্যুতির অন্যতম প্রভাব ও ক্যাটাগরি হলো যৌন হয়রানি। যখনই তারা স্থানচ্যুত হয়ে অন্য জায়গায় বসবাস করতে শুরু করেন, তখন নতুন পরিবেশে তারা নিজেদের পরিচিতি হারিয়ে নানা সমস্যায় পড়েন, যার অন্যতম হলো যৌন হয়রানি। কবিতার কেইসটি দ্বারা বিষয়টি স্পষ্ট হয়।

---

[২] সাধারণ অর্থে 'হোমলেসনেস' দ্বারা নৃবিজ্ঞানীরা কেবল নিজ বাসভূম থেকে বাইরে থাকা, মাথার ওপর ছাদ না থাকাকেই বুঝতে চান না। পশ্চিমা দেশগুলোতেও হোমলেসনেস-এর সংজ্ঞা নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক দেখা যায়। এটি একাডেমিক ইস্যুর চেয়েও বেশি কিছু। সাধারণ অর্থে যারা পাবলিক স্থানে বসবাস করে তাদের হোমলেস বলা হয়। আবার এহেন সংজ্ঞা কিছু প্রশ্নকে সামনে নিয়ে আসে। যেমন, যেসব মানুষের নিজস্ব বাসস্থান নেই বলে অন্যের গৃহস্থালিতে বসবাস করে, তাদের কীভাবে সংজ্ঞায়িত করা হবে? এরা কি হোমলেস? যে মানুষটি প্রথাগত 'বাড়ির' ধারণায় পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয়, তার অভিজ্ঞতা কী হবে? সেই নারী বা পুরুষটি কি হোমলেস? সাহিত্য বা একাডেমিক আলোচনায় এসব প্রশ্নকে বৃহত্তর দৃশ্যপট থেকে সমাধান করতে চাওয়া হয়। আবার অনেক সময় মনে করা হয়, হোমলেসনেসকে সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব নয়। যেমন Glasser ও Bridgman (১৯৮৮) বলেন, 'হোমলেসনেস কী? কারা হোমলেস?— এই প্রশ্নগুলোতে আমি সাধারণত নিরুত্তর থাকি।' বার্ক (১৯৯৮) বলেন, 'জটিলতা এবং বহুবিধতার কারণে হোমলেসনেস চলমানভাবে নির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞার বাইরে থেকে গেছে।' (সূত্র : www.springerlink.com)।

[৩] 'খোলা আড়াল' এই অর্থে বলছি যে, নারী তার ঘরের সামনে পানি এনে যখন গোসল করছেন তখন তিনি বস্তির বাইরের মানুষ থেকে নিজেকে আড়াল করতে পারেন; কিন্তু এই ঘরের সামনে গোসল করা তাকে বস্তিবাসী অন্য পুরুষদের থেকে তাদের আড়াল করতে পারে না বলে নারীরা মনে করেন। তারা সবসময় চারপাশে তাকাতে থাকেন যে, কখন কে আসছে? কিংবা গোসলের সময় কাউকে পাহারাদার হিসেবে দাঁড় করিয়ে রাখেন।

কেইস : কবিতা (১৫)

কবিতা অপেক্ষাকৃত কিশোরী মেয়ে। উচ্ছেদের পর তার বাবা নবোদয় হাউজিংয়ের দিকে মাটি ভাড়া করে একটি ঝুপড়ি তোলেন। তার মায়ের মতে 'জায়গাটি অনেক নিঝুম ছিল। আমরা স্বামী-স্ত্রী সকালে কামে যাইতাম, বাড়িতে কবিতা আর আমার ছোড মাইয়া ববিতা থাকত। একদিন কবিতা কয়, কয়ডা ছেলে নাকি ঘরের আশপাশে ঘুর ঘুর করে, শিস দেয় আর আজেবাজে কথা বলে। ওর বাপরে জানাইলে পরে হে কবিতারে আমার লগে চা বিক্রির জায়গায় নিয়ে যাইতে কয়। আমি জিয়া বাগানের (জিয়া উদ্যান) ওখানে চা বেচতাম। ওখানেও তো লোকজন ভালা না। কিন্তু কী করমু, আবার বস্তি ঠিক না হওয়া পর্যন্ত তো কোনোখানে যাইতে পারতাছি না। কবিতার সাথে এই ব্যাপারে কথা বলতে চাইলে সে কিছু বলতে চায় নি। (উল্লেখ্য বস্তি স্থাপনের পর কবিতারা বস্তিতে বসবাস শুরু করে। মাঠকর্ম করার সময় তিন মাস পরে গিয়ে দেখি কবিতার বিয়ে দেয়ার জন্য তার মা বাবা তাকে ভোলা নিয়ে গেছেন)।

স্থানচ্যুতির লিঙ্গীয় প্রভাবের প্রচলিত ধরনগুলোর মধ্যে প্রায়শই স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ বা তালাকের ঘটনার উদাহরণ পাওয়া যায়। কিন্তু আমার গবেষিত নারীদের মধ্যে তালাকের একটি ভিন্ন ধরন খুঁজে পাই, যা বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে হরহামেশাই ঘটে[৪] এবং সেটা হলো স্বামী হারানো বা স্বামীর ছেড়ে চলে যাওয়া। এই বিষয়টি স্থানচ্যুত নারীর নাজুক অবস্থাকে আরো নাজুক করে তোলে। আলেয়ার কেইসটি দ্বারা বিষয়টি স্পষ্ট হয়।

কেইস : আলেয়া (৩৮)

আলেয়া উচ্ছেদের পূর্বে একটি বাসাবাড়িতে কাজ করতেন। তার দুই ছেলে রফিক ও মিজান এবং এক মেয়ে বেলা। উচ্ছেদের সময় তিনি সেই বাসায় কাজ করছিলেন। পরে মেয়ে বেলা গিয়ে খবর দেয়ায় আলেয়া ঘরে ফিরে দেখেন জমানো টাকায় কেনা তার শখের খাট গুঁড়িয়ে গেছে। ছেলেমেয়েরা কেবল কোনোভাবে হাঁড়ি-পাতিলগুলো সরাতে পেরেছে। স্বামী মজিবর তখন রিকশা চালাতে গিয়েছিলেন। আলেয়া ছেলেমেয়ে নিয়ে কোনোমতে বস্তির পেছনের বালুর মাঠে গিয়ে জড়ো হন এবং বড়ো ছেলে রফিককে বস্তির কাছে দাঁড়াতে বলেন, যেন তার বাবা এলে সে খবর দিতে পারে। আলেয়ার হাতে যে টাকা ছিল তা দিয়ে তিনি দুপুরে ছেলেমেয়েকে পাউরুটি কিনে খাওয়ান। স্বামী মজিবর দুপুরে এসে এই অবস্থা দেখে কিছু বলেন নি বরং সকলে মিলে বালুর মাঠেই চট, প্লাস্টিক দিয়ে ঝুপড়ি বানিয়ে রাত কাটান। পরদিন স্বামী মজিবর রিকশা চালানোর কথা বলে চলে যান এবং আর ফিরে আসেন নি। আলেয়া তার বাসাবাড়ির কাজটি হারাতে চান নি বলে তিনি ছেলেমেয়েদের পাহারায় রেখে কাজ এবং বাসস্থান খোঁজায় লিপ্ত ছিলেন। স্বামী হারানোর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে আলেয়া বলেন, 'হে ভয়ে ভাগছে'। তার এহেন উত্তর মনে করিয়ে দেয় নারীদের এভাবেই মাঝপথে একা হয়ে যেতে হয়।

পুরুষের ওপর স্থানচ্যুতির প্রভাব

ভিন্নভাবে হলেও এবং নাজুকভাবে না হলেও পুরুষের ওপর স্থানচ্যুতির যে প্রভাব তা অনেক বেশি অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ততার দিকটি তুলে ধরে। নারীর মতো তারা দৈহিক বা মানসিক নাজুক পরিস্থিতির শিকার না হলেও পুরুষের ক্ষতিগ্রস্ততা পুরো পরিবারের ওপরই প্রভাব ফেলে। তাই বৃহত্তর অর্থে পুরো পরিবারই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বস্তি উচ্ছেদের কারণে পুরুষদের পেশার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন জটিলতা দেখা যায়। অনেক পুরুষ, যারা মালিকের রিকশা চালান, উচ্ছেদের পর রিকশামালিকেরা তাদের রিকশা দিতে চান না। কারণ রিকশা নেয়ার আগে যে টাকা জামানত দিতে হয়, সেটা এসময় তাদের কাছে থাকে না। তাছাড়া মালিকদের মধ্যে একটা ভীতি কাজ করে যে, এরা রিকশা নিয়ে যদি পালিয়ে যায় তবে খোঁজার উপায় থাকবে না। আবার বাস্তুচ্যুতির কারণে পুরুষেরা অন্যত্র স্থানান্তরিত হন বেঁচে থাকার তাগিদে। যেমন একজন তথ্যদাতা উচ্ছেদের দুইদিন পর সাভারে তার আত্মীয়ের কাছে গিয়ে ঠাঁই খোঁজেন। ফলে তিনি মোহাম্মদপুর এলাকার পরিচিত গণ্ডি ছাড়িয়ে নতুন স্থানে যান, যার জন্য তাকে পুরানো কাজ ছাড়তে বাধ্য হতে হয়। এছাড়া সাভারের নতুন ঠিকানায় কাজ যোগাড় করাও তার জন্য সমস্যাজনক হয়ে পড়ে।

[৪] এই বিষয়টি কোনোভাবেই সাধারণীকরণ করা অর্থে বলা নয়, বরং বাংলাদেশের বহু গ্রামেরই নারীদের জীবনে এটি একটি চরম বাস্তবতা। যা নারীকে একই সাথে অবহেলিত, উপেক্ষিত করার সাথে সাথে প্রতিনিয়ত নতুন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি করে।

পুরুষদের পেশার মধ্যে অন্যতম ছিল পরিত্যক্ত ইট (হাউজিংয়ে ব্যবহৃত পরিত্যক্ত ইট বা কোনো স্থাপনা ভাঙার ফলে যে ইট থাকে) কিনে এনে ভাঙা ও বিক্রি করা। এই ইটগুলো কেনার পর ইটমালিকেরা বস্তির সামনে বেড়িবাঁধের ওপরে যে রাস্তা তার পাশে স্তূপ করে রাখেন। পরে বস্তিবাসী, বিশেষত নারীরা এই ইটগুলো ভাঙার কাজ করেন। উচ্ছেদের সময় অনেক ইট বুলডোজারের নিচে পিষ্ট হয়ে যায়। আবার বাসস্থানের 'ভাসমান' অবস্থার কারণে নতুন করে ইট ক্রয় করা বা কোথাও স্তূপ করার জায়গা তারা পান না।

এছাড়া পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার বিষয়টি নারী কিংবা পুরুষ উভয়ের স্থানচ্যুতির ক্ষেত্রেই নতুন সংকটকে সামনে নিয়ে আসে, যা পুরো পরিবারকেই ভিক্টিম করে তোলে। আমার গবেষিতদের মধ্যে দেখতে পাই পরিবারকে বিচ্ছিন্ন করার বা পরিবারকে গ্রামে পাঠিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত পরিবারের পুরুষ সদস্যরাই নিয়ে থাকেন। কারণ স্থানচ্যুতি পর্যায়ের নিরাপত্তাহীনতার সময়ে পরিবারের মধ্যকার বিচ্ছিন্নতাকেই তারা নিরাপদ বলে মনে করেন। কারণ গ্রামে খাওয়ার কষ্ট হলেও থাকার জন্য লড়াই করতে হয় না। যদিও এই বিচ্ছিন্নতাগুলো হয় সাময়িক সময়ের জন্য, কেননা বসবাসের নতুন ঠিকানার সংস্থান করে এখানে থেকে যাওয়া পুরুষ সদস্য আবার তার পরিবারকে ঢাকায় নিয়ে এসে আয়মুখী করে তোলেন। পরিবারকে বিচ্ছিন্ন করার পিছনের কারণ হিসেবে একজন পুরুষ উত্তরদাতা বলেন—

> আমরা পুরুষ মানুষ যেখানে সেখানে রাত কাটাতে পারি। কিন্তু বউ, বাচ্চা, মেয়ে তো আর ঠান্ডার মধ্যে রাস্তাঘাটে থাকতে পারবে না। তাছাড়া এমন বিপদের সময় পরিবারকে দেশে পাঠালে খরচও কমে।

কেইস : আনোয়ার (৪২)

> আনোয়ার বেড়িবাঁধ বস্তিসহ ঢাকার প্রায় পাঁচটি বস্তিতে বসবাস করেছেন এবং বেশ কয়েকবার স্থানচ্যুতির শিকার হয়েছেন। তার মতে, বেড়িবাঁধ বস্তি থেকে উচ্ছেদের পর টিকে থাকা দায় হয়ে পড়েছিল। একে তো কোথায় থাকব তার ঠিক থাকে না, তার ওপর কাজও হারাতে হয়। এজন্য তিনি স্থানচ্যুতি পর্যায়ে পরিবারের সদস্যদের ভোলায় পাঠিয়ে দেন। আনোয়ারের ছেলেমেয়ে ৫ জন, তিনি স্ত্রীর দায়িত্বে সকলকে পৈতৃক ছোট ভিটায় রেখে আসেন। তার স্ত্রী রহিমার (৩৮) সাথে কথা বলে জানা যায়, ভোলায় কোনো কাজ পাওয়া যায় নি। সেখানে অনেক কষ্ট করেও দুবেলা ভাত জোটে না। ধারদেনা করে চলতে হয়। ফলে তার স্বামী মাসখানেকের মধ্যে বস্তিতে থাকার ব্যবস্থা করেন এবং পুনরায় তাদের ঢাকায় নিয়ে আসেন। অন্যান্য বছরে যখন তাদের উচ্ছেদ করা হয় তখন কোনো-না-কোনোভাবে রাস্তার পাশে ঝুপড়ি বানিয়ে থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু এবার সরকার সবকিছু ভেঙে দেয়ার কারণে কোনো বিকল্প না থাকায় তাদের বাধ্য হয়ে ভোলায় যেতে হয়েছে। এজন্য আবার রহিমা যে বাসায় কাজ করতেন, সে কাজটাও ছাড়তে হয়। ফলে উচ্ছেদ তাদের পরিবারকে বিচ্ছিন্ন করার সাথে সাথে অর্থনৈতিকভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলে।

স্থানচ্যুতি মোকাবেলায় লিঙ্গীয় বৈশিষ্ট্য

এতক্ষণ স্থানচ্যুতির ফলে নারী ও পুরুষের ওপর পড়া ভিন্নধর্মী প্রভাবগুলো দেখানো হলো, স্থানচ্যুতির এহেন প্রভাব যেমন লিঙ্গভেদে ভিন্ন, তেমনি তা মোকাবেলার লিঙ্গীয় ধরনের ক্ষেত্রেও ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। তবে নারী ও পুরুষ উভয়লিঙ্গের মানুষই মোকাবেলার ক্ষেত্রে তাদের পারিপার্শ্বিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত। যেমন গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি পালন, শাকশবজি গাছ লাগানো, পলিথিন জমানো ইত্যাদি স্থানচ্যুতি পর্যায়ে যেমন বিপদে সহায়ক হয়ে ওঠে, তেমনি এগুলো তাদের গ্রামীণ সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকেও তুলে ধরে।

স্থানচ্যুতি মোকাবেলায় নারী ও তার হাতিয়ারসমূহ

স্থানচ্যুতি নারীকে যে নাজুক পরিস্থিতিতে ফেলে, দৈনন্দিন সামাজিক-সাংস্কৃতিক চর্চা থেকেই তারা তা থেকে উত্তরণের পথ খোঁজেন। যেমন—

ক. হাঁস, মুরগি, কবুতর ও গরু পালন

স্থানচ্যুত নারীরা হাঁস, মুরগি, গরু পালন করার মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হন। তাদের সাথে কথা বলে জানা যায়, ঘরে হাঁস, মুরগি রাখলে ডিম পাওয়া যায়, বিপদে আপদে যা বিক্রি করা যায়। বস্তিতে বসবাসকারী ২ জন নারী বস্তির একপাশে এবং বেড়িবাঁধের রাস্তার ধারেই গোয়ালঘর[৫] বানিয়ে গরু রেখেছেন। তাদের সাথে কথা বলে জানা যায়, তারা ইট ভাঙার কাজ এবং বাসায় কাজ করে যে টাকা জমান তা দিয়ে গরু কেনেন। এদের একজন রোকসানা (২৮)। রোকসানার স্বামী তাকে তালাক দিয়েছেন অনেক আগে। এক ছেলে এবং তিন মেয়ে নিয়ে তিনি বস্তিতে থাকছেন। গরুর যেটুকু দুধ হয় তা বিক্রি করেন বস্তির লোকজনের কাছেই। তিনি জানান, উচ্ছেদের পর নিজের চেয়ে গুরুগুলোকে কোথায় রাখবেন তা নিয়েই বেশি ঝামেলা পোহাতে হয়েছে। তবু তিনি এগুলো বিক্রি করেন নি।

হোসনা (৪৪) কবুতর পুষতে ভালোবাসেন বলে ঘরের ছাদে কবুতরের ঘর তৈরি করে কবুতর রাখছেন। তার স্বামী ঢাকা শহরেই এই কবুতর বিক্রি করেন। তার মতে, মুরগির চেয়ে কবুতরের দাম বেশি। আর বস্তি ভাঙলেও এগুলোকে স্থানান্তরিত করার ক্ষেত্রে সমস্যা বা ঝামেলা কম। ফলে কবুতর তার পরিবারের জন্য আয়ের একটি বাড়তি উৎস। বস্তি উচ্ছেদের পর তিনি সবগুলো কবুতরই বিক্রি করেন টাকার জন্য। পরে আবার বস্তি স্থাপিত হলে নতুনভাবে টাকা সঞ্চয় করে কবুতর পোষা শুরু করেন। এছাড়াও স্থানচ্যুতির পরে যখন বস্তিবাসীরা পুনরায় বস্তিতে ফিরে এসে বসতি স্থাপন করে, তখনো লাউ, শিম, পুঁইশাক বা পেঁপেগাছ লাগান, যা সংকট মোকাবেলার প্রয়োজনে হলেও গ্রামীণ মূল্যবোধকে জাগ্রত রাখে। এই বিষয়টি আবার বস্তিবাসীদের নিজস্ব এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থনৈতিক খাত তৈরির ধারণাকে সামনে আনে। এতে বস্তিবাসীরা যে কেবল গার্মেন্টস ও বাসাবাড়ির কাজ, রিক্সা চালনা ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীল, এহেন ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়।

খ. চুরি করা

গবেষিত বেশির ভাগ নারীই দেখা যায় অন্যের বাসায় বুয়ার কাজ বা মেসে রান্নার কাজ করছেন। এই দুটো কাজের মধ্যে গবেষিত নারীরা বুয়ার কাজকেই বেশি পছন্দ করেন। তাদের মতে, বাসাবাড়িতে কাজ করলে লাভ বেশি। যেমন বাড়তি খাবার পাওয়া যায়। পুরানো কাপড় বা ঈদে নতুন কাপড় পাওয়া যায়। তাছাড়া কিছু জিনিস বা দ্রব্যাদি লুকিয়ে আনা যায়। যেমন কাপ-পিরিচ-গ্লাস বা পিঁয়াজ-মরিচ ইত্যাদি। এই চুরি করার বিষয়টি আবার নারী তথ্যদাতারা স্বীকার করতে চান না। মরিয়ম (৩২) নামের একজন নারীর স্বামী মরিয়মের সামনেই বিষয়টি তোলেন যে, উচ্ছেদের পর অনেক সময় টাকা না থাকলে মরিয়ম যে কাপ-পিরিচ বা কাচের জিনিস চুরি করে সেগুলো অন্যের কাছে বিক্রি করি। ধরা পড়েন কিনা জানতে চাইলে মরিয়ম বলেন,

> হেগো এতো জিনিস, ধরা পরমু কী! বুঝবারই পারে না। আর যহন বুঝে তহন আমি কই আমারে জিগান ক্যান? নাইলে কই হাতের থুন পইরা ভাইঙা গেছে গা।

মরিয়ম এটাও বলেন যে, মেসে কাজ করলে অনেক সময় টাকা না দিয়ে স্যাররা চলে যায় কিংবা মেসের লোকেরা এত্ত টানাটানি করে বাজার করে যে কিছু লুকিয়ে আনা যায় না। কখনো কাপড় বা অন্য কোনো সাহায্যও পাওয়া যায় না। এসব কারণে নারীরা কাজের ক্ষেত্রে বাসাবাড়িকেই বেশি প্রাধান্য দেন, যেখানে ইচ্ছেমতো চুরি করা যায়।

গ. আন্তঃগৃহস্থালি যত্নচক্র তৈরি

নৃবিজ্ঞানে 'গৃহস্থালি' প্রত্যয়টি উৎপাদন, পুনরুৎপাদন, ভোগ এবং সামাজিকীকরণের সাথে যুক্ত মৌলিক, সামাজিক একক চিহ্নিত করতে ব্যবহৃত হয়েছে (Moore, 1988)। Harris (1984)-এর মতে, ইংরেজি শব্দ Household বলতে আবাসস্থলের একক বোঝানো হয় (আহমেদ ও চৌধুরী, ২০০৩)। নৃবিজ্ঞানী Fortes (1996)

[৫] গরু, ছাগল বা অন্যান্য গৃহপালিত পশু রাখার স্থানকে গোয়ালঘর বলা হয়।

গৃহস্থালিকে গৃহীদল (Domestic Group) বলে সংজ্ঞায়িত করতে চান। তাঁর মতে, গৃহীদল এবং পরিবার[৬] এই দুটি বিষয় একইসঙ্গে ভিন্ন ও পরস্পরসম্পর্কিত। গৃহস্থালি একই ছাদের নিচে থাকা ও একই সাথে খাওয়াকে বোঝায়, যেখানে এর সদস্যরা নিজেদের সম্পদ একীভূত করেন এবং কিছু কাজ সম্পাদন করেন।

Ahmed (2008) বাংলাদেশের বিভিন্ন গবেষণা ও অধ্যয়ন থেকে কৃষক গৃহস্থালি অধ্যয়ন বিষয়ে কিছু ভুল বোঝাবুঝির বিষয়কে তুলে ধরেন। তিনি গৃহস্থালি অধ্যয়নে এর স্থির ও অনড় চিত্র উপস্থাপনের সীমাবদ্ধতার দিকটি উন্মোচন করেন। গৃহস্থালির সীমানা ও গৃহস্থালিপ্রধানের যে স্বাভাবিকতাবাদী পূর্বানুমান তাকে তিনি সমস্যায়িত করেন। তিনি বলেন, গৃহস্থালি কোনো অবিভাজিত একক নয়, এর শ্রমবিভাজন অনড় নয়। এমনকি তিনি বলেন, গৃহস্থালিকে একসাথে খাওয়া বা বসবাসের একক হিসেবে ধরাও সমস্যাজনক।

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে, Islam (2006) বাংলাদেশের নগর দারিদ্র্য ও বস্তির প্রেক্ষাপটে নগর গৃহস্থালি অধ্যয়নে লিঙ্গীয় দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্বকে তুলে ধরেন। তিনি দেখান, অধিকাংশ নগর অধ্যয়ন ও গবেষণা কাজগুলোতে এই বিষয়টিকে প্রদত্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে; যেমন আফসার ২০০১, সিদ্দিকী ২০০৩, রশীদ ২০০৬, বিশ্ব ব্যাংক ২০০৭ ইত্যাদি। তাই তিনি গৃহস্থালিকে লিঙ্গীয় সম্পর্কের ভিত্তিতে দেখতে গিয়ে বিশেষত নারীর ক্ষেত্রে থাকার জায়গা বা 'ঘরের চাল' অনেক বেশি প্রয়োজনীয় মনে করেন। সামাজিক নিয়মনীতি ও আদর্শের কারণে নারীর নিরাপত্তার জন্য দ্রুত 'পাতানো পরিবার' ও আত্মীয়ের সাথে ঘর-সংসার স্থাপন করার ধারণা দ্বারা নারীর 'চাল' থাকাকে সমার্থক মনে করেন তিনি।

গবেষিত বস্তিবাসী নারীদের ক্ষেত্রে গৃহস্থালি ও আন্তঃগৃহস্থালির ধারণায় ভিন্ন ধরনের অনুধাবন ঘটে। বিশেষত, আন্তঃগৃহস্থালি যত্নচক্রের ধারণাটি নতুন মাত্রা যোগ করে। Carling (2005) অভিবাসন ও লিঙ্গ অধ্যয়নের ক্ষেত্রে বৈশ্বিক যত্নচক্রের বিষয়টি তুলে ধরে দেখান, কীভাবে অভিবাসিত গৃহস্থালিতে অঅভিবাসিত নারীশ্রমিক অভিবাসিত নারীটির জায়গায় নিয়োজিত হয়ে তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। আবার অঅভিবাসিত নারীটি তার গৃহস্থালিতে অন্য একজন নারীশ্রমিককে নিয়োগ প্রদান করেন। এই বিষয়টি উভয় গৃহস্থালির মধ্যে এক ধরনের যত্নচক্র গড়ে তোলে বলে Carling দেখান।

যত্নচক্রের এহেন ধরনটি বস্তিবাসী নারীদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, যা নারীর স্থানচ্যুতির লিঙ্গীয় বৈচিত্র্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। দেখা যায়, গবেষিত কয়েকটি গৃহস্থালির নারীরা যখন অন্যের গৃহস্থালিতে বুয়া হিসেবে নিয়োজিত হন, তখন সেই নারীটি তার গৃহস্থালিটি দেখাশোনার ভার পরিবারের বড়ো মেয়েটির ওপর দিয়ে আসেন। অন্যদিকে যে গৃহস্থালিতে নারীটি বুয়া হিসেবে কাজ করেন, সেই গৃহস্থালির গৃহকর্ত্রী তার ওপর সমস্ত দায়ভার অর্পণ করে বাইরের কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত হচ্ছেন। এই বিষয়টি আন্তঃগৃহস্থালির মধ্যকার যত্নচক্র তৈরি করে। নিম্নে উত্থাপিত কেইসটি উপর্যুক্ত বিষয়গুলোকে তুলে ধরে,

কেইস : আমেনা (৪০)

> আমেনা বেড়িবাঁধ বস্তিতে বসবাস করছেন ১৫ বছর ধরে। তার তিন মেয়ে, দুই ছেলে। তার একটি মেয়ের বিয়ে হয়েছে। তিনি একটি বাসায় বাঁধা বুয়া হিসেবে, অর্থাৎ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটি বাড়িতে রান্না করা ও ছেলেমেয়ে দেখাশোনা করা ইত্যাদি কাজ করেন। আমেনা যে বাসায় কাজ করেন সেই বাড়ির গৃহকর্ত্রী একটি অফিসে কাজ করেন। ফলে সকালে ওই ভদ্রমহিলা যখন অফিসে চলে যান, তখন আমেনার কাজ হলো রান্নাবান্না করে বাচ্চাদের দেখাশোনা করা। আমেনাকে সারাদিন ওই বাড়িতে থাকতে হয়। আবার আমেনা যখন কর্মক্ষেত্রে চলে আসেন, তখন তার বড়োমেয়ে রুকসানাকে বাড়িতে রেখে আসেন। রুকসানা তার মায়ের অবর্তমানে তার ছোট ভাইবোনদের দেখাশোনা ও ঘরের রান্নার কাজটি করে।

[৬] ১৯৬০-এর দশকে নৃবিজ্ঞানীরা পরিবার ও গৃহস্থালি শব্দ দুটোর পার্থক্যকে নির্দেশ করতে চান (এক্ষেত্রে বাকোফেন ১৯৬১, মর্গান ১৮৭৭ ও এঙ্গেলস ১৮৮৪-এর কথা বলা যায়)। এক্ষেত্রে তাঁরা পরিবারকে পাশ্চাত্যের অণু বা নিউক্লিয়ার পরিবারের আলোকে ব্যাখ্যা করেন; যা পরবর্তী সময়ে 'স্বজাতিকেন্দ্রিক' পক্ষপাতদুষ্টতার বিতর্ক দ্বারা সমালোচিত হয় হয় (স্ট্যাডিং, ১৯৯১)।

উল্লিখিত কেইস থেকে দেখা যায়, কীভাবে আন্তঃগৃহস্থালি যত্নচক্র ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। এখানে আমেনা যেভাবে অন্য গৃহস্থালির গৃহকর্ত্রীর অবর্তমানে তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, সেখানে আমেনার অবর্তমানে তারই বড়োমেয়ে রুকসানা আমেনার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। যত্নচক্রের এই বিশেষ দিকটি স্থানচ্যুত নারীর লিঙ্গীয় বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।

স্থানচ্যুতি মোকাবেলায় পুরুষ

স্থানচ্যুতি মোকাবেলায় পুরুষের লিঙ্গীয় বৈচিত্র্যের মধ্যে যে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যটি দৃষ্ট হয় তা হলো লিঙ্গীয় সঙ্গী বাছাইয়ে অর্থনৈতিক বিষয়াবলিকে মাথায় রাখা। এটা কেবল স্ত্রীর কাছ থেকে টাকার আশায় নয় বরং এই সিদ্ধান্ত তারা দারিদ্র্য ও সংকট মোকাবেলার ক্ষেত্রে উপযুক্ত মনে করে, যা কিনা নারী বা স্ত্রীদের জন্য সংকট তৈরি করে।

ক. উপার্জনক্ষম লিঙ্গীয় সঙ্গী বাছাই

আমার গবেষিত পুরুষ তথ্যদাতাদের লিঙ্গীয় সঙ্গী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি লক্ষ করা যায় তা হলো, উপার্জনক্ষম স্ত্রীকে প্রাধান্য দেয়া। এই বিষয়টি আবার নারীদের স্বামী হারানোর ধারণার সাথেও যুক্ত। এটি স্থানচ্যুতির পর্যায়ে আরো বেশি প্রকট হয়ে ওঠে। পুরুষেরা এসময় সহজে পূর্বের স্ত্রীকে উপেক্ষা করে, তালাক না দিয়েই অন্য নারীকে বিয়ে করে, যে কিনা অর্থনৈতিকভাবে সম্পদশালী বা আয়মুখী। কিংবা অনেক সময় এমনও দেখা যায় যে, একইসাথে তারা ২/৩ জন স্ত্রীকে রাখেন, যারা আয়ের সাথে যুক্ত। উপার্জনক্ষম লিঙ্গীয় সঙ্গী লাভ করে পুরুষেরা দৈনন্দিন জীবন এবং স্থানচ্যুতিকালেও নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করতে চান। কিন্তু পুরুষদের এহেন আচরণের পেছনে কারণ হিসেবে পুরুষেরা সাধারণত বলেন যে,

> একজনের আয়ে কি সংসার চলে? সব জিনিসের কেমন দাম পড়ছে দেখছেন? আপনেরা তো ফলমূল খান, দুধ-ডিম খান। আমগো তো ৫ কেজি চাউলেও একদিন যায় না।

উপার্জনক্ষম লিঙ্গীয় সঙ্গী লাভ করার সময় (বিশেষত স্থানচ্যুতি পর্যায়ে) পুরুষেরা যে স্ত্রীকে ফেলে রেখে যান (অন্য বস্তি বা অন্য কোনো স্থানে), সেই স্ত্রীর সামনে স্থানচ্যুতি মোকাবেলার ক্ষেত্রে নতুন সংকটের জন্ম হয়। কিন্তু নারীরা তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের কারণে সহজে আবার বিয়ে করতে বা সন্তানদের ফেলে রেখে চলে যেতে পারেন না। ফলে পুরুষের তুলনায় নারীরা অনেক বেশি ভিক্টিম এবং নাজুক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে বাধ্য হন। এই সংকট তাদের আবার পরিবারপ্রধানের ভূমিকায় নিয়ে আসে।

খ. ছেলেকে কাজে নিয়োগ

পুরুষের ওপর স্থানচ্যুতির ফলে যে প্রভাব পড়ে, তা পুরো পরিবারকেই সংকটে ফেলে দেয় এবং তা থেকে উত্তরণের জন্য তারা সন্তানদের আয় রোজগারের পথে ঠেলে দেন। এই প্রেক্ষিতে কাসেমের কেইসটি আলোচনা করা যায়,

কেইস : কাসেম (৩২)

> কাসেম একজন হকার ছিলেন। বেড়িবাঁধ বস্তিতে বসবাস করছেন প্রায় ছয় থেকে সাত বছর। এবার নিয়ে তিনি এই বস্তিতে ৩ বার উচ্ছেদের শিকার হন। এর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি জানান, একবার হাসিনা সরকার বস্তি ভাঙে বেড়িবাঁধসংলগ্ন রাস্তা সংস্কারের জন্য। তখন বস্তিবাসীদের ২০০০ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়। তাছাড়া উচ্ছেদের পূর্বেই স্থানান্তর করার কারণে সেসময় তিনি সবকিছু সামলে নিতে পেরেছেন বলে জানান। কিন্তু ২০০৭ সালে সংঘটিত বস্তি ও হকার ব্যবসার উচ্ছেদ তাকে এবং তার পরিবারকে অর্থনৈতিক সংকটে ফেলে দেয়। এই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য কাসেম তার বড়োছেলে জসীমকে (১০) মোহাম্মদপুরের বাঁশবাড়ি এলাকার ইন্টারভিডা স্কুল থেকে ছাড়িয়ে বাসের হেল্পারের কাজে নিয়োগ করেন। এখানে জসীম দৈনিক ৫০ থেকে ৮০ টাকা আয় করে। কাসেমের ইচ্ছা ছিল ছেলেকে পড়াশেনা শিখানোর, কারণ ইন্টারভিডা স্কুলটি এনজিও কর্তৃক পরিচালিত হওয়ার কারণে জসীম এখান থেকে বই, ব্যাগ এবং খাওয়া ফ্রি পেত বলে জানান কাসেম। কিন্তু উচ্ছেদ ও স্থানচ্যুতির বাস্তবতা জসীমকে শ্রমিক করে তোলে।

স্থানচ্যুতি ও আন্তঃলিঙ্গীয় সম্পর্কে পরিবর্তন

স্থানচ্যুতির লিঙ্গীয় বৈচিত্র্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুধাবন হিসেবে স্থানচ্যুতির পর্যায় এবং স্থানচ্যুতির পরবর্তী পর্যায়ে নারী ও পুরুষের লিঙ্গীয় সম্পর্কে ও ভূমিকায় পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। স্থানচ্যুতির পূর্ববর্তী সময়ের গৃহস্থালির সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনায় পুরুষের আধিপত্য থাকে। নারীরা এসময় 'নীরব গোষ্ঠীর' ভূমিকা পালন করে থাকে (Ardener, 1975)। এর কারণ মূলত পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার আধিপত্য, যার মতাদর্শ নারীকে আচ্ছন্ন করে রাখে।[৭] স্থানচ্যুতির আগে নারীরা উপার্জনমুখী হলেও গৃহস্থালির সিদ্ধান্ত গ্রহণে বা গৃহস্থালি পরিচালনায় তার কোনো ভূমিকা দেখা যায় না।

কিন্তু স্থানচ্যুতি পর্যায়ে বা এর পরবর্তী সময়গুলোতে গৃহস্থালি পরিচালনার ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা অগ্রগণ্য হয়ে ওঠে; যা আন্তঃলিঙ্গীয় সম্পর্কে পরিবর্তন ঘটায়। আমার গবেষিত নারী তথ্যদাতারা যখন তাদের স্থানচ্যুতির মোকাবেলার ধরনগুলো দ্বারা গৃহস্থালির সংকটকালে মুখ্য ভূমিকা পালন করে তখন এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন নারীরা তাদের জমানো মুষ্টি চাল[৮], চালের খুদ[৯] কিংবা অন্যান্য উপাদান দ্বারা সংসারকে চালিয়ে নেন। যেমন একজন নারীকে দেখা যায় সংরক্ষিত পুরানো কলাইয়ের ডাল ও চাল একসাথে রান্না করতে। অন্যদিকে পরিবারের পুরুষ সদস্যটি এসময় থাকেন বেকার, যিনি এসময় ঘুমিয়ে অলস সময় কাটান। অথচ নারী তখন রান্নার আয়োজন করার জন্য হয়ত লতাপাতা ও শাকের খোঁজে বের হন কিংবা যে বাসায় কাজ করেন সেখান থেকে চুরি করতে বাধ্য হন। এই সবগুলো বিষয়ই স্থানচ্যুতি মোকাবেলার ক্ষেত্রে নারীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, যা তার তাদের পারিপার্শ্বিক বলয় থেকে শিখে নেন। নারীর এহেন ভূমিকা স্থানচ্যুতির সংকটে গৃহস্থালির মধ্যে তাকে ক্ষমতায়িত[১০] করে তোলে। কিন্তু যখনই এই সংকট স্থিতিশীল হয় তখনই আবার আন্তঃলিঙ্গীয় সম্পর্কে পূর্বের পিতৃতান্ত্রিক আধিপত্য ফিরে আসে। যদিও গৃহপরিচালনায় নারীর এহেন ভূমিকার তেমন একটা পরিবর্তন হয় না, তবু সংকট উত্তরণের পর প্রায়শ তার সমস্ত ভূমিকা দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়।

উপসংহার

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, স্থানচ্যুতি বিষয়ক বিদ্যমান সাহিত্যগুলোতে স্থানচ্যুতিকে কেবল নারীর অভিজ্ঞতা দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়, যেখানে নারীদের উপস্থাপন করা হয় নাজুক পরিস্থিতির শিকার হিসেবে। যদিও এটি নারীর জন্য একটি চরম বাস্তব, তথাপি গবেষণাগুলোতে স্থানচ্যুতি পর্যায় বা তৎপরবর্তী সময়ে তা মোকাবেলার ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকাকে তুলে ধরা হয় না। একটি গৃহস্থালির নারী ও পুরুষ উভয়ই যখন স্থানচ্যুতির শিকার হন, তখন সেই সংকটকালকে মোকাবেলা করার ধরন নারী ও পুরুষভেদে ভিন্ন হয়। এই সংকটকালে পারিবারিক পরিসরে এবং বিদ্যমান লিঙ্গীয় সম্পর্কে সাময়িক সময়ের জন্য হলেও পরিবর্তন আসে, যেখানে আধিপত্যশীল পিতৃতন্ত্রকে কিছুটা নমনীয় হতে দেখা যায়। ফলে ওই সময় নারীদের ভূমিকাগত কারণে পরিবারে তাদের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। আলোচ্য প্রবন্ধে তাই লিঙ্গভেদে স্থানচ্যুতির প্রভাব এবং স্থানচ্যুতি মোকাবেলার ক্ষেত্রে লিঙ্গীয় বৈচিত্র্যসমূহ আলোচনার মাধ্যমে স্থানচ্যুতির প্রভাব ও স্থানচ্যুতি মোকাবেলার একটি লিঙ্গীয় বোঝাপড়া দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হয়েছে, যা প্রথাগত স্থানচ্যুতি অধ্যয়নের বাইরে স্থানচ্যুতিকে নারী ও পুরুষ উভয়ের অভিজ্ঞতা দ্বারা ব্যাখ্যা করার লিঙ্গীয় পাটাতন তৈরি করে। যদিও স্থানচ্যুতি বিষয়ক বিদ্যমান সাহিত্যগুলোর মতোই এই গবেষণারও অনুধাবন হিসেবে দেখা যায় যে,

---

[৭] ইংরেজি Patriarchy শব্দের বাংলা অর্থ হলো পিতৃতন্ত্র; যা গ্রিক ভাষায় পিতার বা বাবার শাসন বোঝায় (আহমেদ ও চৌধুরী, ২০০৩)। কিন্তু পুরুষতন্ত্র বোঝাতে Patriarchy শব্দের অর্থ বদলে গেছে, যেখানে রিচ (১৯৭৬) বলেন, পুরুষতন্ত্র হলো পিতার ক্ষমতা, পুরুষদের একটি পারিপার্শ্বিক, সামাজিক, আদর্শিক, রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা শক্তি; যা নির্ধারণ করে দেয় নারীরা কী করবে ও কী করবে না। এখানে নারীরা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পুরুষের অধীন।

[৮] মুষ্টি চাল বলতে সেই চালকে বোঝানো হয়, যা নারীরা রান্নার পূর্বে রান্নার জন্য নেয়া চাল থেকে মুঠি আকারে তুলে রাখেন। ধরা যাক, যদি তারা ২ কেজি চাল দুপুরে রান্না করবেন বলে ঠিক করেন, তবে সেখান থেকে ১ বা ২ মুঠি চাল অন্যত্র তুলে রাখেন বিপদের সহায় হিসেবে। এতে সঞ্চয় হয় কিন্তু খাবার কম হয় না বলে তাদের ধারণা।

[৯] চাল ঝাড়া বা বাছাই করার সময় কিংবা গ্রাম থেকে নিয়ে আসা ভাঙা, আধা ভাঙা চালকে খুদ বলা হয়।

[১০] ক্ষমতায়ন ১৯৭০-এর দশকের পরবর্তী সময়ে উদ্ভূত একটি শব্দ; যা নারীর অবস্থা ও অবস্থানগত উন্নয়নের একটি সূচক হিসেবে বিবেচিত হয়।

স্থানচ্যুতি পুরুষের চাইতে নারীদের অপেক্ষাকৃত বেশি নাজুক পরিস্থিতির শিকার করে তোলে। আবার স্থানচ্যুতি মোকাবেলায় পুরুষের চাইতে নারীর ভূমিকাও থাকে অগ্রগণ্য এবং সেটা পুরুষ ও নারীর পরিবারকে সাথে নিয়েই। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় হলো নারীর এহেন ভূমিকা আড়ালেই থেকে যায়।

ফারহানা সুলতানা গবেষণা সহকারী, সুস্থ মাতৃত্ব প্রকল্প, জাইকা। farhana_ju@yahoo.com।

তথ্যসূত্র

১. আহমেদ, রেহনুমা ও চৌধুরী, মানস (২০০৩) 'নৃবিজ্ঞানের প্রথম পাঠ' সমাজ ও সংস্কৃতি, একুশে পাবলিকেশন্স লিঃ, ঢাকা।

২. Ahmed, Z & Gardner, K. (2006) Degrees of Separation: Social Protection, Relatedness and Migration in Biswanath, Bangladesh in *Place, Social Protection and Migration in Bangladesh: A Londoni Village in Biswanath.* DRC Working Paper, Brighton: University of Sussex.

৩. Bammer, A (1994) Introduction in *Displacements: Cultural Identitie in Questions.* Indiana University Press.

৪. Carling, Jorgan. (2005) Gender Dimention of International migration, *Global Commission on International Migration (GCIM),* No. 35, Geneva, Switzerland.

৫. Colson, Elizabeth (2003) "Forced Migration and the Anthropological Response, *Journal of Refugee Studies,* Vol. 16, No. 1, University of California at Berkely.

৬. CHORE and ACHR Mission report (2000) We Didn't Stand a Chance, *Forced Eviction in Bangladesh.*

৭. Fortes, Meyer. (1969) *Kinship and the Social Oorder,* Chicago: Aldine.

৮. Islam, F. (1999) *Women in Informal Sector: A Study of Dhaka city,* AFRAS, University of Sussex.

৯. Mehta, Llyla. (2000) "Women Forcing Submergence: displacement and Ressistance in The Narmada Valley, in Damadoran Vinita and maya (eds), *Identities, Nation, Global Culture Sage:* New Delhi.

১০. Moore, Henrietta. (1988) *Faminism and Anthropology,* Polity Press, Cambridge, UK.

১১. Nicholson, L.J (1998) Interpreting "Gender" in *Race, Class, Gender & Sexuality: the big question ed.* by Zack. N, Shrage. L & Sartwell. C, Wiley-Blackwell.

১২. UNHCR report (2003) Sexual and Gender-Based Violence against Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons: Guidelines for Prevention and Response.